উপদেষ্টা
ডঃ জাকিরুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস, ও, বি, এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী লেওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
• শেখ এ, সাহিদ • শা, সা, • এহসানুল ইসলাম
• বাদল হক • এম আবদুল হক • আসিফ মাহমুদ
• এইচ এস ফিরোজ • মরিন • মতুক আহমেদ
• সমর মিত্র • মাসুদুর রহমান • গুফির হোসেন
• লীনা ইনাম • রেবানা আখতার
• এ মলিক রাজ • জহিরুল করিম
বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল – আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন – আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ – বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী – অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান – পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ – জাপান
আবুল কাশেম মিয়া – জাপান
এস, বানার্জী – ভারত
রোজোয়ান স্পুটনিক – ভারত
আঃ মঃ মোঃ শামসুজ্জোহা – সিংগাপুর
এন, এম, জামাল – সুইডেন
ইমরুল কায়েস – ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান – হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ – মধ্যপ্রাচ্য
শিল্প নির্দেশনা ঃ আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ ঃ সিসুটম
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২ -৮৬৬৭৪৬
মুদ্রণ ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
• নাজনীন সামাদ
• সালমা ফেরদৌস রীথি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক ঃ
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) বুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
আগষ্ট ১৯৯৩

জাতি এ গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চায়

বাংলাভাষার বাংলাদেশ নয়, হিন্দীভাষী ভারত কমপিউটারে বাংলা বর্ণমালার তথ্য বিনিময় কোড আইএসও (আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণ সংস্থা) থেকে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। এই খবরটি জানতে পেরে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত ও মর্মাহত। এরপরেও বাংলাদেশে সরকার কথা বলেন, বিজ্ঞানও প্রযুক্তি বিভাগ ও অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছে না, এটাই এদের আসল পরিচয়। ১৯৫২ হতে ১৯৭১-এর রক্তঝরা দিনগুলোর অঙ্গীকার থেকে এদেশের রাষ্ট্র, সরকার, প্রতিষ্ঠান কতদূর বিচ্যুত হয়েছে, এ ঘটনা হচ্ছে তার এক প্রমাণ।

কতিপয় লোকের দায়িত্ব অবহেলার কারণে পুরোজাতির ললাটে অপমান অর্জিত পরাজয়ের চিহ্ন অঙ্কিত হলো, যা হওয়ার কথা ছিল না। অতীতে বারংবার সর্তকবাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও আমিত্বে আক্রান্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংস্থাগুলোর বোধোদয় হয়নি। এখনো যে হয়েছে তা জোর দিয়ে বলার সুযোগ নেই। হারানোর উপলব্ধিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত কিংবা বিমর্ষ না হয়ে সংশ্লিষ্টরা এখনো যেভাবে কথা বলেন তাতে বিস্ময়াভূত হতে হয়। বোঝা যায় এরা এখনো সত্য উপলব্ধি থেকে বহুদূরে। যে কারণে সত্য উপলব্ধিতে দেরী হচ্ছে একই কারণে গ্লানিময় পরাজয়ের রাজটিকা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

কারণটি হলো সমন্বয়ের অভাব। জাতি হিসেবে আমরা সমন্বিত নই। সে সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণেও আমরা অভ্যস্ত নই। যে কারণে চারটি পৃথক পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চার চারটি সংস্থার মাঝে জাতির প্রখ্যামিশ্রিত কী বোর্ড ও কোডিংয়ের প্রমিতকরণের মতো কাজেও কার্যকরী ঐক্য গড়ে উঠেনি।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অধীনস্থ বাংলা ভাষার বাস্তবায়ন কোষ, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অধীনস্থ বাংলা একাডেমী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিএসটি আই এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিসিসি, কখনো কখনো একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ালেও অধিকাংশ সময় একলা চলার নীতি অনুসরণ করেছে।

এক্ষেত্রে সমন্বয়কারীরও অভাব ছিল। এই অভাবের উপলব্ধি থেকে অতীতে আমরা কমপিউটার বিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্যে একটি শক্তিশালী আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের পরামর্শ সরকারকে দিয়েছিলাম। যে কাজটি করা হলে হারাণোর এই মর্ম ছেড়া বেদনায় জাতিকে আপ্লুত হতে হতো না।

নিতান্ত কেরানী, কলা বা অপদার্থ বিষয়ের জ্ঞানশূন্য, কমপিউটার মূর্খ চাকুরিজীবিতে পুরো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ ঠেসে ভর্তি করে প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দেশকে সমৃদ্ধ করার বক্তৃতা দিচ্ছেন। ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে। বিদেশে লোকেরা হাসে। দেশের মধ্যে নেমে আসে পরাজয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বিসিসির দায়িত্ব গ্রহণের মত এদেশে একজন বিজ্ঞানী ও কমপিউটার বিশেষজ্ঞ নেই, তা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সরকারের ইচ্ছাটা কি সেটার হদিস পাওয়া ভার। জনগণ জানতে চায়, এ সরকারের আসল ইচ্ছাটা কী।

অন্ততঃ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ সরকারের মূর্খতাটা অকট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি কেবল অর্থনীতির জন্য নয় জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও ভয়ঙ্কর। আমরা ভাষার প্রশ্নে জাতীয় পরাভব সৃষ্টির বিরুদ্ধে অজ্ঞানতার বাসিন্দা এই শাসক ও প্রশাসকদের ব্যাপারে কঠোরভাবে প্রশ্ন তোলার জন্য দেশের সকল সজাগ সচেতন মানুষদের প্রতি আহবান জানাই।

লেখক সম্পাদক ঃ রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল • মোঃ হাসান শহীদ